প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

সফল যুবদের কথা

জাতীয় যুবদিবস ২০২২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

সফল যুবদের কথা

জাতীয়
যুবদিবস
২০২২

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক :
মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ :
ড. মো: আবুল হোসেন
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-যুব সংক্রান্ত), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব (যুব-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এ. কে. এম মফিজুল ইসলাম
পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন)
মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন)
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)

প্রচ্ছদ :
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ :
আছমা আক্তার
কম্পিউটার অপারেটর
নূর মোহাম্মদ
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
সুলতানা ফাহিমা জোহরা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
মো: সুমন মিয়া
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০২২

জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিয়ে স্বল্প কথা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। উদ্যমী, নির্ভীক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবসমাজই ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

গৌরবের অধিকারী দূরন্ত ও অদম্য যুব সমাজের দাবী যুবদের ক্ষমতায়ন ও সঠিক পথের ঠিকানা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুবদেরকে দিচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা ও কর্মের সন্ধান। কর্মপ্রত্যাশি যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিয়ে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করে এবং স্বেচ্ছাসেবাধর্মী সাংগঠনিক তৎপরতাসহ আধুনিক, জীবনমনস্ক ও সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তারা যেমন আত্মকর্মী হয়ে উঠেছে, তেমনি দেশে-বিদেশে সম্মানজনক জীবিকায় তথা শোভন কর্মসংস্থান (ডিসেন্ট ওয়ার্ক)-এ নিয়োজিত হচ্ছে।

যুবদের সুসংগঠিত করার অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে যুবসংগঠনসমূহ। যুবসংগঠকগণ দেশের যুবসমাজের কাছে স্বনির্ভরতা ও নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রতীক। সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে পালন করে আসছে। যুবদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৬ হতে ২০২১ পর্যন্ত ৪৯৮ জন সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে, যা আজকের যুবদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এবছর জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ১৫ জন সফল আত্মকর্মী ও ০৬ জন শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হচ্ছে। আমি জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্তদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আজকের সফল যুবদের জীবনের চলার পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক বাঁধা, সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ তাঁরা শুধু নিজেদের জীবনেই পরিবর্তন আনেননি, বদলে দিয়েছেন তাঁর আশেপাশের বা সারাদেশের বেকার যুবদের হতাশার চিত্র। যুবসমাজের কাছে তাঁরা মূর্ত হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্তরূপে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ পর্যায়ক্রমে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করছে। দেশমাতৃকার গর্ব প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও আলোকিত যুবসমাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত যুবদের পরিচয় সমৃদ্ধ 'সফল যুবদের কথা' যুবসমাজকে উন্নয়ন পথযাত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

মো: আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

মো: জাকির হোসেন
পিতা - মোক্তার আহম্মদ
মাতা- আনোয়ারা বেগম
উপজেলা- নোয়াখালী সদর
জেলা- নোয়াখালী
মোবাইল-০১৭১৯৩২৩৬৭৭

জনাব মোঃ জাকির হোসেন লক্ষ্মীপুর জেলাধীন রামগঞ্জ উপজেলায় এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক বিভিন্ন প্রতিকূলতা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ও দিশেহারা হয়ে তিনি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে এক মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ২৫ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে তিনি মৎস্য চাষ শুরু করেন। পরিশ্রম, মেধা আর সততার সমন্বয়ে তার প্রকল্পে সফলতা আসতে থাকে। বর্তমানে তিনি ১৪ একর জমির উপর ১৭টি পুকুরে হাইব্রিড মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করছেন। মাছ চাষের পাশাপাশি ১৯ একর জমির উপর ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালনসহ এগ্রোফার্ম প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তার প্রকল্পে ১৬ হাজার ব্রয়লার ও ৬০ হাজার লেয়ার মুরগি আছে। লেয়ার খামার হতে প্রতিদিন ৫৫ হাজার ডিম উৎপন্ন হয়। এছাড়াও তার নিউ হোপ এগ্রোটেক বাংলাদেশ লি:, প্রভিটা ফিড লি:, এডভান্স পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড এবং সিপি বাংলাদেশ লি: এই ৪টি পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড কোম্পানির ডিলারশিপ রয়েছে। তার প্রকল্পে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট রয়েছে। এখান থেকে উৎপাদিত গ্যাস খামারে কর্মরত কর্মীগণ রান্নার কাজে ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩ কোটি টাকা।

জনাব জাকির হোসেন-এর বহুমুখী প্রকল্পে ১০৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ৩৮ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিদিনই এলাকার অনেক কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি মাদক বিরোধী কার্যক্রম, বৃক্ষরোপণ, গরিব ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী এবং যুব সমাজের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকমী মো: জাকির হোসেন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: জাকির হোসেন এর কার্যক্রম

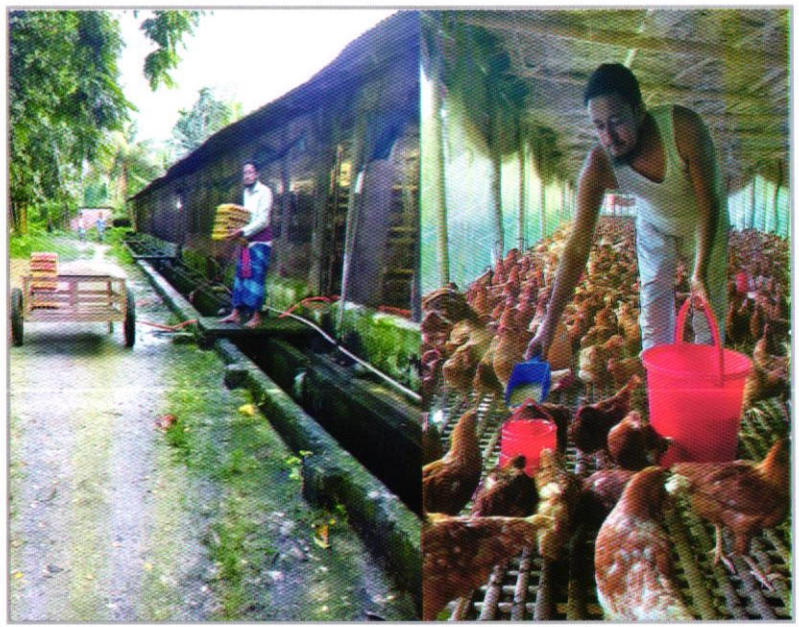

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা
পিতা-মৃত মো: হেলাল উদ্দিন
মাতা-মোছা: হোসনে আরা
গ্রাম-বোংগা, ডাক-নগরহাট
উপজেলা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া
মোবাইল নং-০১৭৪৫-৫৬৫৫৬৫

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা, বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাংসারিক অসচ্ছলতার কারণে ৮ম শ্রেণি পাশ করার পর আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। অল্প বয়সে তাকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়। বেকার স্বামীর জুয়ার টাকা মায়ের কাছ থেকে এনে দিতে না পারা এবং স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন তিনি সংসার ছাড়তে বাধ্য হন। মায়ের সংসারে ফিরে এসে তিনি বোঝা হয়ে থাকতে চাননি। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০১৪ সালে গরু মোটাতাজাকরণ এবং মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি মায়ের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রাথমিকভাবে মাছ চাষ ও একটি গরু কিনে আয়বর্ধনমূলক কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার প্রকল্প সম্প্রসারণ হতে থাকে। পরে তিনি উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে 'রেশমা কৃষি উদ্যোগ' নামে সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলেন।

তিনি প্রতি মাসে প্রায় ২০ টন ট্রাইকো-কম্পোস্ট এবং ২৫ টন ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন। বর্তমানে তার খামারে ২৫টি গরু ও ১৫টি ছাগল রয়েছে। গবাদি পশু পালনের পাশাপাশি অর্গানিক পদ্ধতিতে দেশি হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন শুরু করেন। এখন তার খামারে ২০০টি মুরগি, ১২০টি হাঁস ও ৫০টি কবুতর রয়েছে। এছাড়াও তিনি ২টি পুকুরে মিশ্র প্রক্রিয়ায় মাছ চাষ করেন। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

জনাব সুরাইয়া ফারহানা রেশমার প্রকল্পে প্রান্তিক পর্যায়ের ১৬ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ২০ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। এছাড়াও ইউটিউব এবং ফেইসবুক পেইজে তার খামারের কার্যক্রম দেখে ৪০টি জেলায় প্রায় ৪০০ জন যুবক ও যুবনারী তার প্রকল্পে এসে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি নিজেকে সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম, বৃক্ষরোপণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, অসহায়দের মাঝে খাদ্য, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি সমাজে একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সফল আত্মকর্মী সুরাইয়া ফারহানা রেশমা-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয়

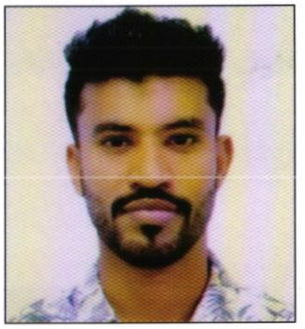

মো: বিল্লাল মিয়া
পিতা : মো: দুলাল মিয়া
মাতা- পিয়ারা বেগম
গ্রাম- কুমারপাড়া, ডাকঘর-দুপ্তারা
উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল-০১৭৪৯-১৯২৪৮৫

জনাব মো: বিল্লাল মিয়া নরসিংদী জেলাধীন মনোহরদী উপজেলার গোতাশিয়া ইউনিয়নের চুলা গ্রামে ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা প্রবাসী ও মা গৃহিণী। তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি হতে বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন।

ছোটবেলা হতেই তিনি একজন আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতেন। ২০১২ সালে নিজ বাড়িতে কৃষি ও গবাদী পশু নিয়ে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে তার এক শিক্ষকের পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে "আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড" নামে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেন।

তিনি পারিবারিকভাবে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে প্রকল্প শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার প্রকল্প সম্প্রসারিত হতে থাকে। তার প্রকল্পে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ছানা, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি পন্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে তার খামারে ৫২টি গরু, ৯৮টি তোতাপুরি, বিটল, হরিয়ানা, বারবারি সহ বিদেশী বিভিন্ন উন্নত জাতের ছাগল, ২৩টি টার্কিশ জাতের দুম্বা, ৩৯২টি রাজহাঁস, ৪৬৮টি খাকি ক্যাম্বেল হাঁস, ২০ জোড়া কবুতর, ১৪ জোড়া বিভিন্ন জাতের পাখি, ২৩টি খরগোশ, ১০০টির বেশি দেশি ও টাইগার জাতের মোরগ এবং ৭টি হরিণ রয়েছে। তিনি ১১২ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের (জারা, পাকচং, নেপিয়ার, জার্মান) ঘাষ চাষ করেন। প্রতি বিঘা জমিতে বাৎসরিক ১১-১২ টন ঘাস উৎপাদন হয়। উৎপাদিত ঘাস তিনি বড় বড় খামারীদের নিকট সরবরাহ করে থাকেন। তার বর্তমান মূলধন ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং নিট আয় ৪১ লক্ষ টাকা।

জনাব বিল্লাল মিয়ার প্রকল্পে ২১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১২ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ধূমপান ও মাদক বিরোধী আলোচনা সভা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী আলোচনা সভা, কম্বল বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী বিল্লাল মিয়া-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: বিল্লাল মিয়া এর কার্যক্রম

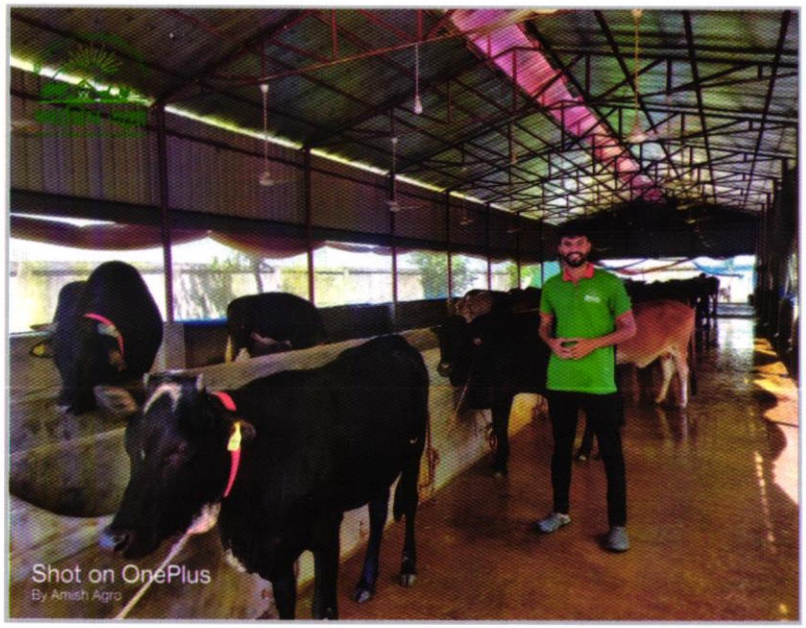

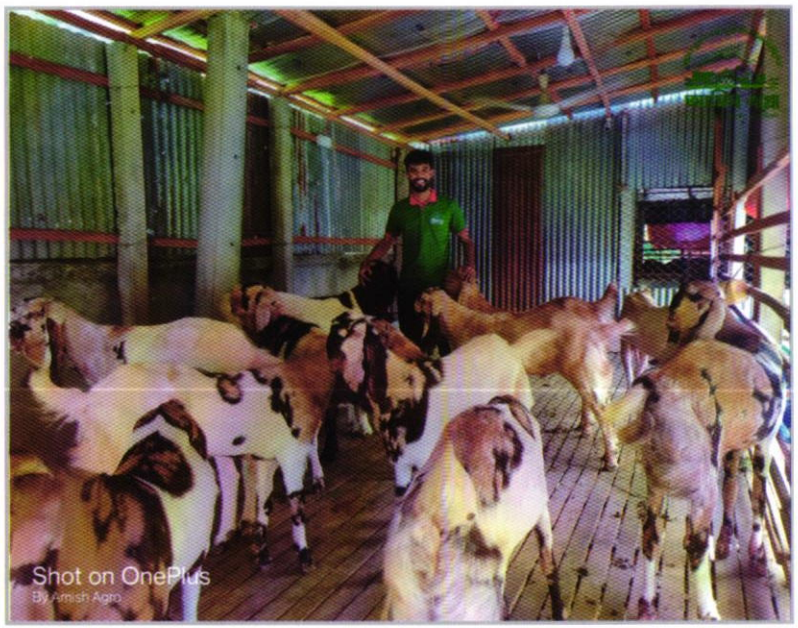

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

রীতা জেসমিন
পিতা- গোলাম মোস্তফা
মাতা-জাহানারা হারুন
দক্ষিণ আলেকান্দা
উপজেলা- বরিশাল সদর
জেলা- বরিশাল
মোবাইল-০১৭১১-০৩৮৪৬৯

বরিশাল জেলাধীন সদর উপজেলার দক্ষিণ আলেকান্দা মহল্লায় ১৯৯০ সালে 'আবিষ্কার' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব রীতা জেসমিন ২০০২ সালে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় সামাজিক উন্নয়নে সংগঠনের মাধ্যমে রীতা জেসমিন স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রী, অশিক্ষিত বস্তিবাসীদের-কে তামাক ও মাদকের কুফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য উঠান বৈঠক, সভা, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন। বরিশাল জেলাকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় টিকা দিবসে শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে এসে পোলিও টিকা প্রদান ও পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য অভিভাবকদের সচেতন করছেন।

সংগঠনটির মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রকল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রিক্সা প্রকল্প পরিচালনা করে তিনি স্থানীয় অনেক যুবক/যুবনারীর আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংগঠনটি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ঐ সময় প্রায় ১০ হাজার মাস্ক বিতরণ করেছে। ২০২০-২০২১ সালে প্রায় ছয় শতাধিক সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষিত অসহায় যুবক/যুবনারীকে স্বাবলম্বী করার জন্য সেলাই মেশিন, ব্লক-বাটিক সামগ্রী, বাইসাইকেল প্রদান করেছে।

জনাব রীতা জেসমিন দীর্ঘ ২০ বছর এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজ উন্নয়নে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দু:স্থদের হুইল চেয়ার বিতরণ, কর্মপ্রত্যাশী প্রশিক্ষিত যুবদের সেলাই মেশিন বিতরণ, দুর্যোগকালীন দু:স্থদের খাবার বিতরণ, মাদক, জঙ্গিবাদ বিরোধী সচেতনতামূলক সভা আয়োজন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সেবা, নারী নেতৃত্ব বিকাশসহ জীবন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি দেশের যুব সমাজকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করছেন। তিনি একজন সফল যুব সংগঠক।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রীতা জেসমিন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

রীতা জেসমিন এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

মো: আবু রাসেল হুদা
পিতা- মো: শরিফ উদ্দীন
মাতা- মোছা: সুফিয়া খাতুন
গ্রাম- গড়ুরগ্রাম, ডাকঘর- মোল্লাপাড়া
উপজেলা- বিরল, জেলা- দিনাজপুর
মোবাইল- ০১৭১৯-৪০১০০৩

গড়ুরগ্রাম ছাত্র কল্যাণ সংঘ ২০০২ সালে দিনাজপুর জেলাধীন বিরল উপজেলার গড়ুরগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব মো: আবু রাসেল হুদা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠনের অন্যতম সদস্য হয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ ২০ বছর যাবত এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনি এলাকায় বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ করছেন এবং অসামাজিক কার্যক্রম প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

জনাব আবু রাসেল হুদা সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে সফল আত্মকর্মী সৃষ্টিতে অবদান রাখছেন। সংগঠনের মাধ্যমে রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, মৎস্যচাষ, হাঁস পালন, ফলজ বাগান সৃষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছেন।

তিনি সংগঠনের মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্বন্ধে এলাকাবাসীকে সচেতন করে মাদকবিরোধী আন্দোলন, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সাক্ষরতা আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জঙ্গিবাদের কুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করছেন। এ সংগঠন হতে দরিদ্র, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষকে সুচিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তাসহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, ফ্রি চক্ষু শিবিরের আয়োজন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবছর ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, শিশুদের জন্য শেখ রাসেল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে দুর্গত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, এলাকাবাসীদের নিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথা- মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান স্বাধীনতাদিবস, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় যুব দিবস ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

করোনাকালীন সংগঠনের মাধ্যমে মাইকিং করে সকলকে সচেতন করা, বাড়ি বাড়ি মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান বিতরণ, দরিদ্র,অসচ্ছল, দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও সরকারি সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সংগঠনের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের ভূমিকা অব্যাহত আছে।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মো: আবু রাসেল হুদা-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: আবু রাসেল হুদা এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: শফিউল আলম সজিব
পিতা- ডি এম ওয়াদুদ ফারুক
মাতা- কামরুন্নাহার খানম
গ্রাম+ডাকঘর- তালজাঙ্গা,
উপজেলা- তাড়াইল, জেলা- কিশোরগঞ্জ
মোবাইল-০১৭১৩-৫৮৭৮০৩

জনাব মো: শফিউল আলম সজিব কিশোরগঞ্জ জেলাধীন তাড়াইল উপজেলায় ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে এসএসসি পাশের পর প্রতিবেশীর মুরগির খামার দেখে তার মা অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে খামার স্থাপনের পরামর্শ দিলে তিনি উৎসাহিত না হওয়ায় তার মা নিজেই ক্ষুদ্র পরিসরে ২০০৮ সালে ব্রয়লার মুরগি পালন শুরু করেন। এ খামার লাভজনক হওয়ায় তিনি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ হন এবং ২০০৯ সালে বাবার নিকট হতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে মুরগি পালনের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। এর কিছুদিন পর মাছ চাষ শুরু করেন কিন্তু এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকায় মাছ চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হন। পরবর্তীতে এক বন্ধুর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের খবর পেয়ে ২০১১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি বাবার নিকট থেকে আরো ১ এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরামর্শে নতুন উদ্যোমে খামার শুরু করেন। সেখান থেকেই মো: শফিউল আলম সজিব এর সাফল্য আসা শুরু হয়। বর্তমানে তার খামারে ৫টি গাভী, ১০ হাজার লেয়ার মুরগি, ১৪টি পুকুরে মাছের হ্যাচারি ও একটি ফিডের দোকান এবং একটি ফিড মিল রয়েছে। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১ কোটি ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা।

জনাব মো: শফিউল আলম সজিব-এর প্রকল্পে ১৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১২ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে বিনামূল্যে ডিম বিতরণ, গাছের চারা বিতরণ, মাস্ক বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: শফিউল আলম সজিব-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: শফিউল আলম সজিব এর কার্যক্রম

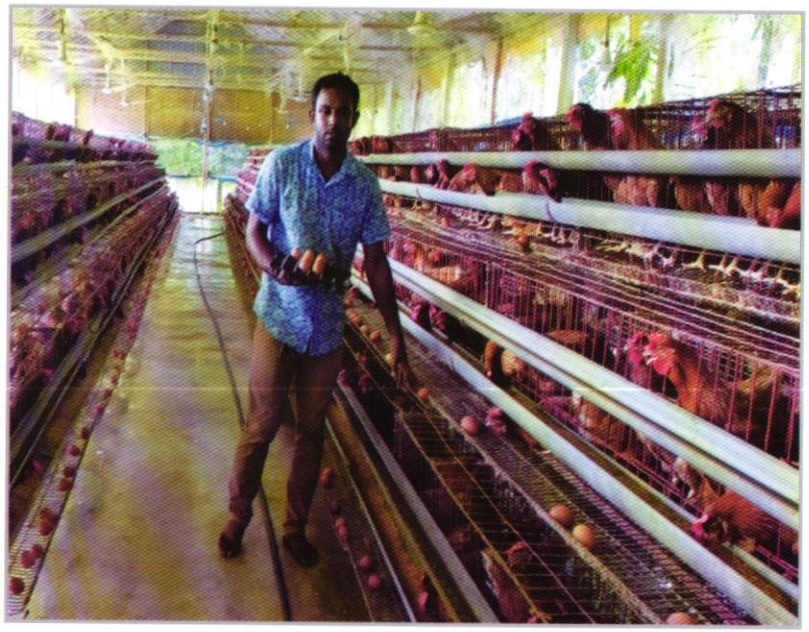

সফল আত্মকর্মী : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয় (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন)

আছমা আক্তার
পিতা- মৃত লাল মিয়া হাওলাদার
মাতা- জবেদা বেগম
শান্তিনগর, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর
মোবাইল-০১৭১৮-৬৯৭৬২৪

জনাব আছমা আক্তার শরিয়তপুর জেলাধীন সদর উপজেলায় এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবনারী। তার বাবা ছিলেন একজন স্বল্প বেতনভুক্ত সরকারি চাকুরিজীবী। দুই ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রতিবেশি এক বোনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক তৈরি, ব্লক-বাটিক, হ্যান্ডপেইন্ট-এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৬০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে 'আল্পনা লেডিস কর্ণার ও ব্লক-বাটিক পেইন্টিংস' নামে আয়বর্ধনমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে তার প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে তার প্রকল্পে মূলধনের পরিমাণ ৪৩ লক্ষ টাকা।

তিনি দুঃস্থ ও গরিব যুবনারীদের কাজ শিখানোর জন্য গড়ে তোলেন আল্পনা লেডিস শপ ও ছোট পরিসরে ব্লক-বাটিক ও পেইন্টিংস এর একটি কারখানা। বেকার ও অসহায় যুবনারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য নিয়েই ব্লক-বাটিক ও পেইন্টিংস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এপর্যন্ত তার প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩,৭০০ (তিন হাজার সাতশত) বেকার মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে আত্মকর্মী হয়েছেন। আছমা আক্তার-এর জীবনের লক্ষ্য একটাই ছিলো চাকরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হবেন এবং বেকার অসহায় যুবনারীদের চাকরি দেবেন। তার এই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

জনাব আছমা আক্তার প্রকল্পের পরিসর পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করেছেন। তার বার্ষিক নিট আয় ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তার প্রকল্পে ১৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী আছমা আক্তার -কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

আছমা আক্তার এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় যৌথভাবে নির্বাচিত

মো: রকিবুল ইসলাম
পিতা- মো: আলমাছ মিয়া
মাতা-রুমিয়া বেগম
থানা-বাসন, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর
মোবাইল- ০১৬৭৪-৬৪২৩৪৯

গাজীপুর মহানগরীর নলজানীতে অবস্থিত 'রান ফর বেটার বাংলাদেশ যুব ফাউন্ডেশন' ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। জনাব মো: রকিবুল ইসলাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব রকিবুল সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তার সংগঠনের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন।

'রান ফর বেটার বাংলাদেশ যুব ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ইতোমধ্যে সংগঠনটির মাধ্যমে ১৪ হাজার সেবা গ্রহীতাকে প্রায় ৩৭ হাজার ব্যাগ রক্ত বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। রক্তের গ্রুপ পরীক্ষাকরণ ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে প্রায় ৯৬ হাজার জনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। তার নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ ক্যাম্পেইন, প্রভাতফেরি পাঠশালার মাধ্যমে প্রায় ৩০০ জন ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৭ হাজার ৯ শত জনকে সেবা প্রদান, বিভিন্ন মাদক বিরোধী প্রচারণা কর্মসূচি পালন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন সচেনতামূলক কর্মসূচি পালন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় জনসচেনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দুর্যোগপূর্ণ সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১০ হাজার জনকে ত্রান সহায়তা প্রদান, চক্ষু শিবির পরিচালনার মাধ্যমে ১৮০ জন শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তার সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় কমিউনিটি ফায়ার ভলান্টিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে।

করোনা প্রাদুর্ভাবকালে দেশব্যাপী লকডাউন দেওয়া হলে তার নেতৃত্বে "ফুড প্রজেক্ট" পরিচালনার মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং ১৬ হাজার অসহায় পথচারীর মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। করোনায় আক্রান্তদের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ, বিনামূল্যে টেলিমেডিসিন সেবাসহ অসহায়দের এম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল যুব সংগঠক মো: রকিবুল ইসলাম-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: রকিবুল ইসলাম এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় যৌথভাবে নির্বাচিত

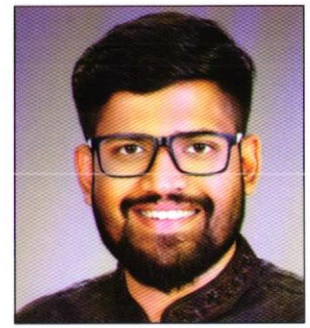

মো: তৌহিদুল ইসলাম দীপ
পিতা- মো: সিরাজুল ইসলাম
মাতা-দিলরুবা ইসলাম
গ্রাম-কলমেশ্বর, ডাক-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
থানা-গাছা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
মোবাইল- ০১৭১৫-১৮৫৭৮৮

'গাজীপুর ইয়ুথ ক্লাব' ২০০৩ সালে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানাধীন কলমেশ্বর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম দীপ সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সংগঠনটি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, রক্তদান কর্মসূচি, পথ শিশুদের মাঝে বস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ, শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ২০০৩ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দপ্তর হতে সামাজিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনাব তৌহিদুল গাজীপুরের প্রতিটি থানায় ও ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা করে কমিটি গঠন করেছেন, যার মাধ্যমে গাজীপুরের প্রতিটি এলাকায় সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার আয়োজন করে সংগঠনের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যেমন- স্বপ্নদীপ মৎস্য খামার, স্বপ্নদীপ হাঁসমুরগীর খামার, ইয়ুথ নেটওয়ার্ক, ইয়ুথটেক, নাজদীপ ট্রেডার্স ইত্যাদি। প্রতিবছরই এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, শিল্প কারখানা, অফিস, মহল্লা ইত্যদি স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকেন, যা সামাজিক সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনাব তৌহিদুল সংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করে থাকেন। পথ শিশুদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানাবিধ কার্যক্রম যেমন- পথশিশুদের খাদ্য, বস্ত্র প্রদান, শিক্ষাদান এবং খেলাধুলার আয়োজন করে থাকেন। বেকার যুবদের তালিকাভুক্ত করে তাদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকেন। প্রতি বছর এ সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মাঝে তিনি হুইল চেয়ার বিতরণ করে থাকেন।

জনাব তৌহিদুল যুব সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রাদুর্ভাবে যখন গরীব অসহায় পরিবার খাদ্যের অভাবে ছিল তিনি এ সংগঠনের মাধ্যমে তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। ঐ সময় তিনি প্রতিদিন ১০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন যা দীর্ঘ ২ মাস অব্যাহত ছিল। এমনকি যখন কোনো পরিবারে খাদ্য সামগ্রী ছিল না তিনি সেই তথ্য পাওয়া মাত্র জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। মুমূর্ষু রোগীর জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করেছেন। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ মৃত্যু ঝুঁকি উপেক্ষা করে করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একজন সফল ও দক্ষ যুব সংগঠক।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মো: তৌহিদুল ইসলাম দীপ-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: তৌহিদুল ইসলাম দীপ এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

উসাইনু মার্মা
পিতা-থোয়াইপা মং মার্মা
মাতা-মাশৈচিং মার্মা
গ্রাম-মধ্যম পাড়া,পো+উপজেলা-বান্দরবান জেলা-বান্দরবান
মোবাইল-০১৫৩৩-৫৮১৪৯২

জনাব উসাইনু মার্মা দুর্গম পাহাড়ী জনপদ বান্দরবান সদর উপজেলাধীন মধ্যম পাড়া গ্রামের এক অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মা, বাবা আর ৩ ভাই নিয়ে তার পরিবার।দারিদ্র্যতার কারণে তাদের পরিবারে সুখ ছিল না। বাবার ছোট মুদি দোকানই ছিলো আয়ের একমাত্র উৎস। সেই আয় দিয়ে কোনো মতে কষ্ট করে চলতো লেখাপড়াসহ সংসারের সব খরচ। অভাবের কারণে ছোটবেলা থেকে বাবার কাছ থেকে কোনো সময়েই নিজের চাহিদা মত প্রয়োজনীয় জিনিস না পাওয়ায় তার মনে সবসময় একটা ক্ষোভ জমে থাকতো। তাই ছোটবেলা থেকে পড়াশুনার পাশাপাশি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত/স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে সংসারে কিভাবে সচ্ছলতা আনা যায় সেই চিন্তা করতেন। আশেপাশের কিছু বন্ধু/প্রতিবেশীর খামারে সাফল্য দেখে বাবার কিছু পতিত পাহাড়ী জমিতে সমন্বিত খামার গড়ে তুলেন। সে থেকে শুরু তার সাফল্যের পথ চলা। প্রথম দিকে খামারের ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাসহ অভিজ্ঞতার অভাবে তেমন লাভ দেখা যায়নি। এরপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে২০১৪ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে খামারকে আধুনিক করার চেষ্টাসহ উন্নত কৃষি প্রযুক্তি কাজে লাগান। এরই মধ্যেউসাইনু মার্মা প্রকল্প পরিচালনার পাশাপাশি কৃষিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রী গ্রহণ করেন। সাফল্যসহ সাংসারিক সচ্ছলতা তার হাতে ধরা দেয়। প্রকল্প আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হয় এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাকে সার্বক্ষণিক প্রকল্পের কাজে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমাণ ৫৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৫১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

জনাব উসাইনু মার্মা-এরপ্রকল্পে ১২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১৬ জন আত্মকর্মী হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি যুব নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী উসাইনু মার্মা-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

উসাইনু মার্মা এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না
পিতা- মো: আনোয়ার হোসেন
মাতা- ফেরদৌস বেগম
গ্রাম- কামরাবাদ
থানা- বায়জিদ বোস্তামী, জেলা- চট্টগ্রাম
মোবাইল - ০১৮১৮-৮৫৯৫৬৮

কামরাবাদ যুব সংঘ ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম জেলাধীন বায়জিদ বোস্তামী থানার কামরাবাদ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠন প্রতিষ্ঠাকালে জনাব মো: আনিসুর রহমান মুন্না সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মৎস্যচাষ, ছাগল পালন, কবুতর পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্যাটারিং, গবাদী পশু মোটাতাজাকরণ, বায়োফ্লক্স পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং, ছাদ কৃষি, পোল্ট্রি ফার্ম , পাটজাত পণ্য তৈরি ও পারিবারিক হাঁস মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এ সংগঠনের মাধ্যমে জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, বাল্য বিবাহরোধ, অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গণসচেতনতা সৃষ্টিতেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মাদক, জঙ্গিবাদ, যৌতুক বিরোধী সভা সমাবেশ ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ তিনি শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছেন।

এছাড়াও করোনাকালীন জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ফ্রি অক্সিজেন সেবা, ফ্রি গাড়ি সেবা, মাস্ক ও খাদ্য বিতরণ, লাশ দাফন, গরিবদের আর্থিক সহায়তা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজ করেছেন। সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগঠনের মাধ্যমে তিনি এলাকায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন।

তার নেতৃত্বে বৈশ্বিক ভারসাম্য রক্ষা ও সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের মাধ্যেমে বাড়ির ছাদে ও আঙ্গিনায় বাগান বাস্তবায়ন, রেস্টুরেন্টের ছাদে ও আঙ্গিনায় বাগান বাস্তবায়ন, যৌথ উদ্যোগে শিক্ষিত যুবদের নিয়ে ছাদ বাগান, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, পরিত্যক্ত জায়গা পরিষ্কার করে বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না একজন সমাজ সেবক, দক্ষ সংগঠক হিসেবে যুব নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করছেন।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সফল যুব সংগঠক মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: আবু হাসান
পিতা- মো: রেফাজ উদ্দিন
মাতা- মোছা: হাজেরা খাতুন
গ্রাম- বাকশাপাড়া, ডাকঘর- নাটাবাড়ি উপজেলা- ধুনট, জেলা- বগুড়া
মোবাইল নং-০১৭৩৭৪৮৫৫৬০

জনাব মো: আবু হাসান বগুড়া জেলাধীন ধুনট উপজেলার বাকশাপাড়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শৈশব থেকেই আর্থিক অনটনের মধ্যে তার বেড়ে উঠা। তিনি টিউশনি করে বাংলা বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। দরিদ্র বাবার শারীরিক অসামর্থতা ও অসচ্ছলতায় পরবর্তীতে আর লেখাপড়া চালানো সম্ভব হয়নি। পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বাবার সাথে সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে অনার্সে পড়া অবস্থায় চাকুরির উদ্দেশ্যে ঢাকা গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো চাকুরি না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। এরই মধ্যে এক দিন পত্রিকায় দেখলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সকল জেলায়,উপজেলায় বেকার যুবক/যুব মহিলাদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তখন তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ নিয়ে ২০১৩ সালে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ৫০০ লেয়ার মুরগী পালন শুরু করেন। আস্তে আস্তে তার প্রকল্প বড় হতে থাকে। পোল্ট্রি খামারের আয়লব্ধ টাকা দিয়ে তিনি ৩টি ফ্রিজিয়ান জাতের গরু ক্রয় করে গরুর খামারও শুরু করেন। পরবর্তীতে ৫০ শতক পুকুরে মিশ্র মাছ চাষ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি "বাবু পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্ম" নামে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার পোল্ট্রি খামারে ১৫০০০ লেয়ার মুরগি, ডেইরী ফার্মে ১২টি গাভী আছে। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৫৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

জনাব আবু হাসান এর খামারে ১৭ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার অনুপ্রেরণায় এবং পরামর্শে ৪৪ জন যুবক ও যুব নারী আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কাজেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, মাস্ক বিতরণ, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: আবু হাসান-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: আবু হাসান এর কার্যক্রম

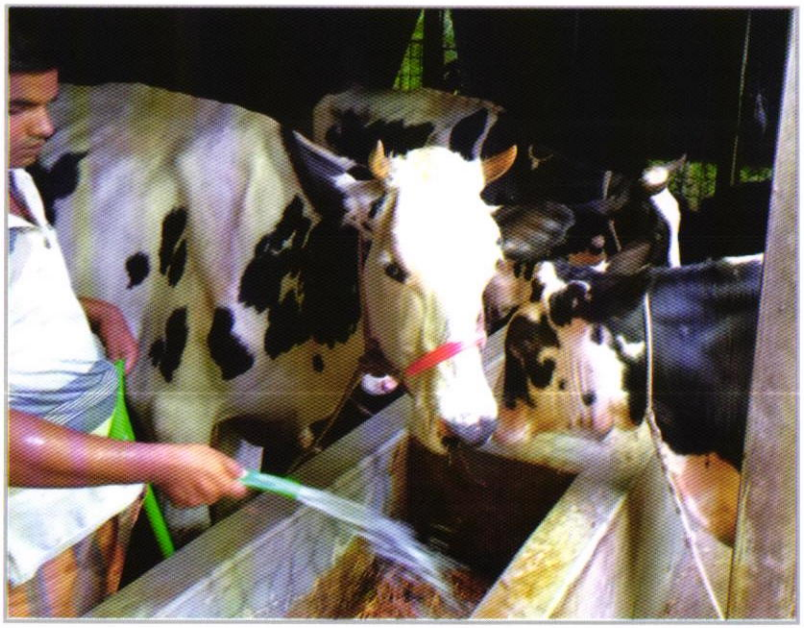

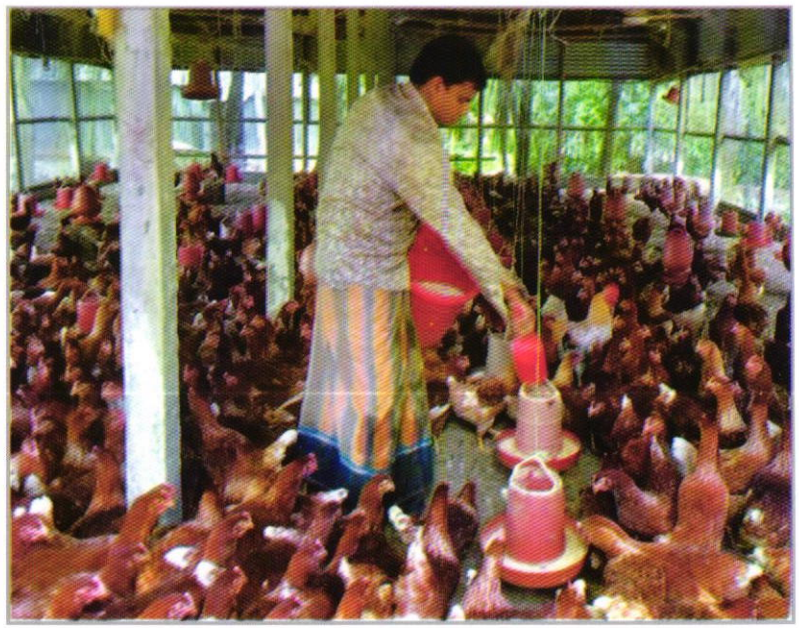

সফল আত্মকর্মী : রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

মো: খোরশেদ আলম
পিতা-মো: আব্দুসসাত্তার
মাতা-মৃত খোদেজা বিবি
গ্রাম-চকদাদড়া, ডাকঘর- দাদড়া জন্তিগ্রাম
উপজেলা: জয়পুরহাট সদর, জেলা- জয়পুরহাট।
মোবাইল-০১৭৬৮-৯১৫৫৭৭

জনাব মো: খোরশেদ আলম জয়পুরহাট সদর উপজেলার চকদাদড়া গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ০৫ ভাই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তার বাবা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে কোন রকমে সংসার চালাতেন। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে তার বড় ভাই বেশিদূর লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। বাবা ও বড় ভাই সংসারের হাল ধরার কারণে তিনিসহ বাকী ভাই-বোনেরা কিছুটা লেখাপড়া করার সুযোগ পান। এরপর বিভিন্ন জায়গায় চাকুরির অনুসন্ধান করতে থাকেন। কোথাও কোনো চাকুরি জোগাড় করতে না পেরে এক আত্মীয়ের পরামর্শ অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ সহায়তা নিয়ে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ২০১৫ সালে ছোট্ট পরিসরে ২০০টি সোনালী মুরগি পালন শুরু করেন। প্রথম ব্যাচে তার অতি সামান্য লাভ হয়। এই লাভ হওয়াতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন।

জনাব মো: খোরশেদ আলম বর্তমানে ০৪টি মুরগি সেড গড়ে তুলে মুরগি পালন করছেন। এর পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, নার্সারী, মুরগি ও পশু খাদ্য বিক্রয়ের খুচরা দোকান পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা।

জনাব মো: খোরশেদ আলম-এর প্রকল্পে ২০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১৫ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করছেন। তিনি মাস্ক বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: খোরশেদ আলম-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: খোরশেদ আলম এর কার্যক্রম

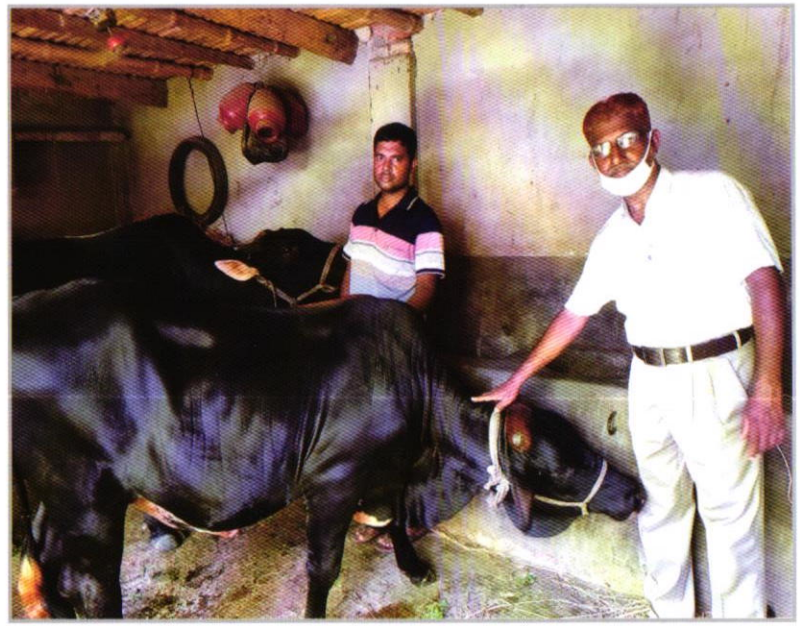

সফল আত্মকর্মী : খুলনা বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

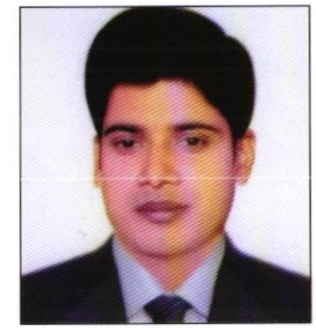

প্রকাশ দত্ত
পিতা- নিখিল দত্ত
মাতা- মায়া দত্ত
গ্রাম+ডাকঘর- পাল্লা, উপজেলা- মহম্মদপুর, জেলা- মাগুরা
মোবাইল নং-০১৭৫৪-৬৩৪৩২২

জনাব প্রকাশ দত্ত মাগুরা জেলাধীন মহম্মদপুর উপজেলায় মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। তার বড় দুই ভাই কোম্পানীতে চাকুরিরত। তিনিও ঢাকাতে একটা ফার্মে ৭ হাজার টাকা বেতনে চাকুরি করতেন। কিন্তু এতো স্বল্প বেতনে চাকরি করে থাকা খাওয়া চলা ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু বেকার থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়েন। এমনি সময়ে এক বড় ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০১৫ সালে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে ০৬টি ষাড় নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ, ০৫টি পুকুরে মৎস্য চাষ, ঘাষ চাষ শুরু করেন। মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরের বছরে প্রকল্পগুলি সম্প্রসারণ করে তিনি ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করেন। বর্তমানে তার প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার ডিম পাড়া মুরগি, ১০টি গাভী, ২০টি ষাঁড়, ২৫টি ভেড়া, পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, ফল বাগান রয়েছে। এসব প্রকল্পে তার বর্তমান মূলধন ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং বাৎসরিক নিট আয় ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

জনাব প্রকাশ দত্ত-এর প্রকল্পে ১৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ২২ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। তিনি করোনাকালীন বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা প্রদান, অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে জনসচেতনতা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী প্রকাশ দত্ত-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

প্রকাশ দত্ত এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : বরিশাল বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মোসা: সালমা আক্তার
পিতা- মো: রুস্তম আলী খান
মাতা- মোসা: সাহিদা বেগম
শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক, বাংলাবাজার উপজেলা-বরিশাল সদর
জেলা- বরিশাল মোবাইল-০১৯২২-৩২০৯৫৬

মোসাঃ সালমা আক্তার, ১৯৮৬ সালে ঝালকাঠি জেলাধীন নলছিটি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তারা ৩ ভাই ১ বোন। ২০০৩ সালে দাখিল পাস করার পর আর্থিক সংকটের কারণে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের পর নিজে কিছু করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় ব্লক, বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ঘুরতে থাকেন। অতঃপর তার এক আত্মীয়ের পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল থেকে ব্লক ও বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ নিয়ে ভেনাস বুটিক্স হাউজ এন্ড ভেনাস বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং সেন্টার নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সময়ের পরিক্রমায় তার ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে তার বুটিক্স ও পার্লারের ২টা দোকান চলমান আছে। তার প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা ও বাৎসরিক নিট আয় ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

মোসাঃ সালমা আক্তার এর প্রকল্পে ১৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১১ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। তিনি করোনাকালীন মাস্ক বিতরণ, বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদান কর্মসূচি, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোসাঃ সালমা আক্তার -কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মোসা: সালমা আক্তার এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : সিলেট বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মো: ফয়ছল আলম
পিতা-মো: আব্দুল আহাদ
মাতা- করফুল নেছা
গ্রাম-লক্ষীপুর, ডাকঘর- লালাবাজার
উপজেলা-দক্ষিণ সুরমা, জেলা-সিলেট
মোবাইল নং-০১৭১১-৯৬৮১৭৬

জনাব মো: ফয়ছল আলম সিলেট জেলাধীন দক্ষিণ সুরমা উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। তার শৈশবের দিনগুলো খুবই কষ্টের ছিলো। আর্থিক কষ্টের কারণে তিনি লজিং থেকে পড়াশুনা করেছেন। অর্থ কষ্টের কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর তিনি উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন। এক বন্ধুর মাধ্যমে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রদানের খবর জানতে পারেন। ২০০৬ সালে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে ১টি কম্পিউটার কিনে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামে ছোট্ট পরিসরে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি পর্যায়ক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে তিন দফায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার ঘটান। বহুমূখী ব্যবসার চিন্তা করে তিনি বিসমিল্লাহ কম্পিউটার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট, ভিআইপি ডিজিটাল স্টুডিও এবং বিসমিল্লাহ কোরআনিক একাডেমি (বিনামূল্যে) গড়ে তোলেন। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

জনাব মো: ফয়ছল আলম-এর প্রকল্পে ২৬ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১৭ জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মী হয়েছেন। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কাজের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, শীত বস্ত্র বিতরণ, করোনাকালীন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: ফয়ছল আলম -কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: ফয়ছল আলম এর কার্যক্রম

"বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ",ভি আই পি ডিজিটাল স্টুডিও, গণপ্রজ

সফল আত্মকর্মী : রংপুর বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন)
পিতা- মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাতা- মোছাঃ লুৎফুন নাহার
গ্রাম-কোবারু, ডাকঘর-বুড়িরহাট ফার্ম
উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা-রংপুর
মোবাইল-০১৭১২-২৯১০১২

জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (নাহিন) রংপুর জেলাধীন সদর উপজেলার কোবারু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবন থেকেই মৎস্য চাষের সাথে নিজেকে যুক্ত করার প্রবল ইচ্ছা ছিলো তার। ২০০৬ সালে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মাত্র ০৮ শতকের ছোট একটি পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করেন। এই ছোট ০৮ শতাংশ পুকুরে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয়েছিল তা দেখে তিনি মাছ চাষে আরও বেশি আগ্রহী হন। পরবর্তীতে তিনি ০৫ টি পুকুর ইজারা নিয়ে সেখানে বাণিজ্যিক আকারে মাছ চাষ শুরু করেন এবং মাছ চাষ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে তার ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। তিনি মৎস্য হ্যাচারি, পোল্ট্রি ফার্ম, গবাদিপশু পালন ও এগ্রো ফিড মিল গড়ে তোলেন। ইতোমধ্যে তিনি মাছের পোনা উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন, এতে করে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদনকৃত রেণু পোনা ও মাছ, মুরগি, গবাদি পশুর খাদ্য এবং উৎপাদিত ডিম দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সরবরাহ করা হয়। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৫৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

জনাব মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন)-এর প্রকল্পে ১৮ জন জনবল কর্মরত আছেন। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় স্থানীয় ২০ জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, ধর্মীয় শিক্ষা ও এতিমখানায় মাছ ও চাল বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন)-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন) এর কার্যক্রম

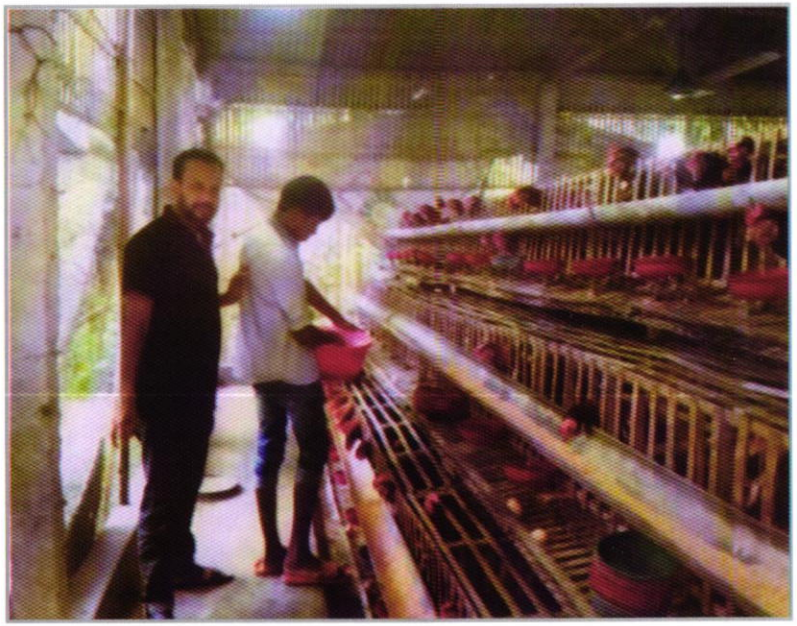

সফল আত্মকর্মী : রংপুর বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

মোছা: শাহানাজ ইসলাম মোনা
পিতা- মৃত মো: মকবুল হোসেন
মাতা- মোছা: শাহিনা আরা
গ্রাম- দর্জিপট্টি, মুন্সিপাড়া
উপজেলা- সৈয়দপুর,জেলা- নীলফামারী
মোবাইল-০১৭৮৮-০৩৯৯১১

মোছাঃ শাহানাজ ইসলাম মোনা নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাবার মৃত্যু হলে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে সেলাই এর কাজকে পুঁজি করে সংসারের হাল ধরেন। সেলাই কাজের উপর তার কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় কাজের মান ভালো হচ্ছিল না। ফলে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। এমনি সময় এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পোশাক তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নীলফামারীতে যোগাযোগ করে ০৩(তিন) মাস মেয়াদি "পোশাক তৈরি" বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পূর্ণোদ্যমে পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেন। নিজের সঞ্চিত আয় এবং স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ নিয়ে ০৮টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং ১২ জন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করেন। বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক তৈরি করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন এবং ব্যবসায় সফলতা অর্জন করেন। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা সম্প্রসারিত হতে থাকে। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

শাহানাজ ইসলাম মোনা-এর কারখানায় বর্তমানে ৩৬ জন নির্বাচিত কর্মচারি ছাড়াও চুক্তিভিত্তিক ৫২ জন কর্মচারি রয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় ২০ জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মী হয়েছেন। তিনি নিজেকে একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কাজের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বিরোধী কার্যক্রম, মাস্ক বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোছা: শাহানাজ ইসলাম মোনা-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মোছা: শাহানাজ ইসলাম মোনা এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মাছুমা আক্তার
পিতা : মোবারক হোসেন
মাতা- সুফিয়া বেগম
গ্রাম- বজ্রাপুর (হাজিপাড়া)
ডাকঘর+উপজেলা-জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর
মোবাইল-০১৭৬১-০৯৭৪১৬

মাছুমা আক্তার পরিবারে চার ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়। বাবার সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন ছিল। এ টানা পোড়েন এর মধ্যেই মা-বাবার স্বপ্ন এবং নিজের অদম্য ইচ্ছায় এইচ,এস,সি পাশ করে অনার্সে ভর্তি হন। পড়াশোনা চলাকালীন বাবা মা তাকে বিয়ে দেন। স্বামীর সংসার আর পড়াশোনা দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে তার অনেক কষ্ট হলেও পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ২০১০ সালে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

শৈশব থেকে তার পোশাক তৈরি কাজের প্রতি ঝোঁক ছিল। বিয়ের পর সংসারে অর্থের প্রয়োজনে এক বান্ধবীর মাধ্যমে খবর পেয়ে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে ২০১৫ সালে বাণিজ্যিকভাবে পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেন। এখানে তার আয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে আরো দুই দফায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি অর্ক হস্ত শিল্প নামে পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমাণ ২০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

মাছুমা আক্তার-এর প্রকল্পে ২২ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১৯ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, ত্রাণ বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেছেন। তিনি নিজেকে একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মাছুমা আক্তার-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

মাছুমা আক্তার এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

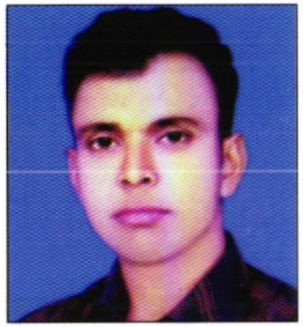

মো: আমিরুল ইসলাম
পিতা- মোঃ আলী উসমান
মাতা- মোসা: নূরের নেছা
গ্রাম- পেরীরচর, ডাকঘর- মাঘানউপজেলা- মোহনগঞ্জ,
জেলা- নেত্রকোণা
মোবাইল নং-০১৭৪০-৯৮৩১৮৪

জনাব মো: আমিরুল ইসলাম নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার পেরীরচর গ্রামের এক কৃষক পরিবারের সন্তান। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সকলের ছোট। সাংসরিক অভাব অনটনের কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। তার পিতা সামান্য কৃষি জমি চাষ করে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করতে গিয়ে প্রায়শই হিমশিম খেতেন। ফলে সংসারে অশান্তি বিশৃংখলা সবসময় লেগেই থাকতো। তখন প্রতিবেশী এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে ২০০৪ সনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে "মৎস্য চাষ" বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাড়ির সামনে পরিত্যক্ত ৫০ শতক পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিচর্যা করার ফলে বছর শেষে ৫০ হাজার টাকার মাছ বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে মোহনগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে রেণু চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ নিয়ে পূর্ণোদ্যমে মৎস্য চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ১২ একর জমির উপর ১২টি পুকুরে মৎস্য চাষ করছেন। এছাড়াও তিনি পুকুর পাড়ে কলা, মাল্টা, লেবু ও সবজি চাষ করেন। পুকুর পাড়ে প্রায় ৫০০০ টি কলাগাছ রয়েছে। তার বর্তমান মূলধন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। বর্তমানে তিনি একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জনাব মো: আমিরুল ইসলাম-এর প্রকল্পে ১১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় স্থানীয়ভাবে ১৫ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, মাদক, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মো: আমিরুল ইসলাম-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হলো।

মো: আমিরুল ইসলাম এর কার্যক্রম

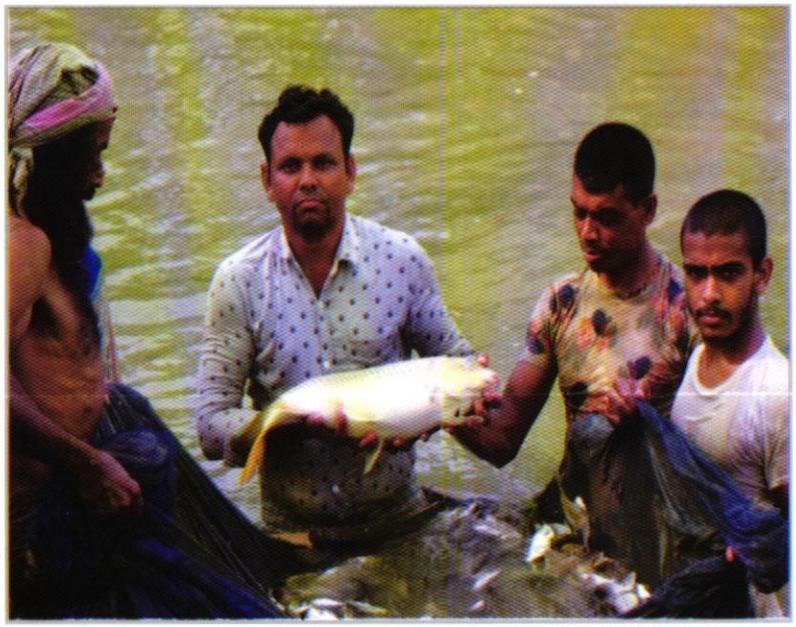

সফল যুব সংগঠক : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন

এস,এম, সাইফুর রহমান স্বপন
পিতা-এস, এম, শফিউর রহমান
মাতা-সুফিয়া খানম
মহল্লা- শালগাড়ীয়া, পুরাতন এতিমখানার পূর্ব পাশে, স্বপন মঞ্জিল,
ডাকঘর+উপজেলা-পাবনা, জেলা-পাবনা
মোবাইল- ০১৭১৮-৮৯৫৮৫৮

প্রতীক মহিলা ও শিশু সংস্থা' প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের অলাভজনক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পাবনা জেলাধীন সদর উপজেলায় সংস্থাটি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনাব এস,এম, সাইফুর রহমান স্বপন ২০০৬ সালে এর সাথে সম্পৃক্ত হন। বর্তমানে তিনি সংগঠনে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংগঠনটিতে প্রায় ১০০০ জন নথিভুক্ত প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এ উল্লেখিত অধিকার বাস্তবায়নে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে এ সংগঠনের মাধ্যমে জনাব সাইফুর রহমান ২৮৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতামূলক নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। প্রতিবন্ধী যুবদের সার্বিক উন্নয়নে ৩৭ জনকে হুইল চেয়ার, ৬৮৯ জনকে থেরাপি প্রদান, ৭৬ জনকে খাদ্য প্রদান, ২৪ জনকে নগদ অর্থ প্রদান, ৪২৬ জনকে কম্বল প্রদান, ৩ জনকে সেলাই মেশিন প্রদান ও ১৮০ জনকে ঈদ উপহার সামগ্রী প্রদান করেছেন।

সংগঠনটির সফল কার্যক্রমের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগঠনটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা এবং আত্মকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনাব এস,এম, সাইফুর রহমান স্বপন সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করছেন। তিনি দু:স্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবায় সহযোগিতা, নেতৃত্ব বিকাশ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এস,এম, সাইফুর রহমান স্বপন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২ প্রদান করা হলো।

এস, এম, সাইফুর রহমান স্বপন এর কার্যক্রম

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Department of Youth Development
Ministry of Youth and Sports

Website - www.dyd.gov.bd